সরকারী চাকুরী প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় উপকরণ ও বই-

1. Job Solution (Prime/Perfect)
2. PSC Preli Question Bank (Haque/Perfect)
3. PSC Written Question Bank (Haque/Perfect)
4. DUET Admission Guide

৫. বিসিএস প্রিলি বাংলা, ইংলিশ, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, গণিত (প্রফেসর/ওরাকল/MP3 প্রকাশনী)

৬. প্রফেসর/কনফিডেন্স মানসিক দক্ষতা।

7. B.Sc./Diploma Text Book (Job Related Subject Only)

৮. মাসিক কারেন্ট ওয়ার্ল্ড

বিকল্প বই/ওয়েবসাইট-

1) Saifur's MBA Math
2) www.indiabix.com

৩) GATE এর বিগত সালের প্রশ্ন।

ফাইল-

১) বিসিএস সিলেবাস
২) পিএসসি ননক্যাডার সিলেবাস
3) NTRCA সিলেবাস
4) Exam Pattern- School of Engineers
5) Suggestion- School of Engineers

৬) School of Engineers গ্রুপের অন্যান্য ফাইল ও গাইডলাইন।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস-

১) আবেদন করা সার্কুলারের একটি কপি।
২) এপ্লিকেন্ট কপি।
৩) এডমিট কার্ড
৪) ছবি (পাসপোর্ট, ৫/৫, স্ট্যাম্প)
৫) চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট (মুল কপি, ফটোকপি)
৬) জাতীয় পরিচয়পত্র (সত্যায়িত ফটোকপি)
৭) সার্টিফিকেট (এসএসসি,এইচএসসি/ডিপ্লোমা,বিএসসি)
৮) মার্কশিট (এসএসসি, এইচএসসি/ডিপ্লোমা, বিএসসি)
৯) টেস্টিমোনিয়াল (সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান)

প্রস্তুতি শুরু করতে করনীয়ঃ

১) প্রথমেই চাকরির প্রশ্ন সম্বলিত একটি জব সল্যুশন বা গাইড কিনে নিন। গাইডটিতে বিগত সালের প্রশ্নগুলো দেখতে থাকুন। পড়াশুনা কিভাবে করবেন; আইডিয়া পেয়ে যাবেন। বাজারে প্রাইম/হক/পারফেক্ট প্রভৃতি প্রকাশনীর জব সল্যুশন পাবেন। বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান করলে ৫০% প্রস্তুতি হয়ে যায়। প্রশ্ন সমাধান করলে কি কি সাবজেক্ট ও টপিক আপনার পড়তে হবে; বুঝে যাবেন।

২) পিএসসির ৩ধাপের নিয়োগের জন্য প্রকাশনীগুলোর আলাদা ২টি বই পাবেনঃ প্রিলি এবং লিখিত। ইঞ্জিনিয়ারিং ভাইভার কোন গাইড নেই। অর্থ্যাৎ বিগত সালের প্রশ্নের জন্য আপনাকে ৩টি বই কিনতে হবেঃ জব সল্যুশন, ননক্যাডার প্রিলি প্রশ্নব্যাংক, ননক্যাডার লিখিত প্রশ্নব্যাংক। মুল পাঠ্যবই ও গাইড কিনে ৫-৬হাজার টাকা খরচ করতে হবে।

৩) বাংলাদেশে ৫৮টি মন্ত্রণালয়, ৩৫৩টি অধিদপ্তর ও সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪৯১টি উপজেলা, ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন রয়েছে। সকল প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে হয়। পরীক্ষার কেন্দ্রভেদে (বুয়েট, মিস্ট, IBA, KUET, PSC ইত্যাদি) প্রশ্নের ধরন ও মানবণ্টন ভিন্ন হয়। আমাদের গ্রুপের ফাইল সেকশানে Exam Pattern ফাইল পাবেন। ফাইলটি প্রিন্ট করে নিন। উক্ত ফাইলে প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রশ্নের প্যাটার্ন দেয়া আছে। সাধারণত বুয়েট এবং পিএসসি; ২টি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার আলোকে প্রস্তুতি নিলেই যথেষ্ট।

কেন্দ্রভেদে বর্তমানে ২০-২৫% সিলেবাস চেঞ্জ হয়। শুধুমাত্র পরীক্ষার পূর্বে ১০-১৫দিন উক্ত কেন্দ্রের প্যাটার্ন অনুসরন করুন। পরীক্ষার কেন্দ্র অনুযায়ী কয়েকটি সাবজেক্টে জোর দিতে হয়, তাই প্যাটার্ন বুঝতে গ্রুপের Exam Pattern ফাইলের সাথে মিলিয়ে প্রতিটি সেন্টারের অন্তত ২টি করে প্রশ্ন সমাধান করুন।

৪) প্রতিটি সাবজেক্টের নোট বানান। পরীক্ষায় বড় প্রশ্ন তেমন আসে না। তাই বড় বড় প্রশ্ন নোট না করে; গুরুত্বপূর্ণ সুত্র, ম্যাথ, টিকা এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নোট করুন। যে যে টপিক/ম্যাথ/সুত্র বুঝবেন না; একটা নোটে লিখে রাখুন। ১৫/৩০দিন পর-পর যে বুঝিয়ে দিতে পারবে এমন বড় ভাই, শিক্ষক, সহপাঠী, জুনিয়রের হেল্প নিন। যারা ভাল বুঝাতে পারে, তাদের হেল্প নিন। এক্ষেত্রে ব্যস্ততার কারণে অনেকে সময় দিতে চাইবে না, তাই সারামাস বিরক্ত না করে উনার ফ্রি সময়ে আপনার জমানো প্রবলেমগুলো বুঝে আসুন। কোন কোন সাবজেক্ট ও টপিক অনুশীলন করবেন, সেই সাজেশান আমাদের গ্রপে পাবেন। একটু কষ্ট করে গ্রুপে EEE/CSE/Electrical Suggestion লিখে সার্চ দিয়ে বের করতে হবে।

৫) বাংলা, সাধারন জ্ঞান, আন্তর্জাতিক, বাংলাদেশ- বিসিএসের প্রিলিমিনারী গাইড সিরিজ (প্রফেসরস/ওরাকল/MP3 প্রকাশনী) অনুসরন করুন রুটিন অনুযায়ী টানা ১মাস। পাশাপাশি কনফিডেন্স রিসার্স গ্রুপ এর "বিসিএস প্রিলি ডাইজেস্ট"টি কিনুন। ১০-১৫দিনে পুরো সিলেবাস কাভার করতে বইটি অতুলনীয়।

৬) পাওয়ার সেক্টরের প্রতিষ্ঠান সমুহ (পিডিবি, পিজিসিবি ইত্যাদি) এবং বুয়েটে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় মানসিক দক্ষতা থেকে প্রশ্ন থাকে। মানসিক দক্ষতা দ্রুত সমাধান করা শিখতে প্রফেসরস প্রকাশনীর মানসিক দক্ষতা গাইড কিনে অনুশীলন করুন। গণিতের জন্য যেকোন বিসিএস প্রিলি বই যথেষ্ট। ভারতের Indiabix ওয়েবসাইট, GATE পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্ন, Saifur's MBA Math কিনেও পড়তে পারেন।

৭) বর্তমানে আবেদন করার জন্য শুধু ছবি, সিগনেচার এবং একটা টেলিটক সিম হলেই চলে। প্রতিটি জবের সার্কুলার School of Engineers গ্রুপ থেকেই জেনে যাবেন। তাই কবে, কখন, কি-কি নিয়োগ আসবে এইসব চিন্তা বাদ দিন। সপ্তাহে একদিন গ্রুপের ছবিগুলো চেক করলেই সব সার্কুলার দেখতে পাবেন। যেসকল সার্কুলারে আবেদন করেছেন, ডায়েরীতে লিখে রাখুন। পড়ার জন্য রাতের ঘুম নষ্ট করুন। কবে সাকুলার হবে, কয়জন নিবে; এইসব চিন্তা বাদ দিন। আবেদন প্রক্রিয়া, নিয়োগ পদ্ধতি, জয়েনিং পদ্ধতি, জব সার্কুলার, ডকুমেন্টস নিয়ে সমস্যার সমাধান গ্রুপে পেয়ে যাবেন।

৮) প্রস্তুতির শুরুতে আশে-পাশের সরকারি চাকুরীজীবি ভাই-বন্ধুকে বিরক্ত না করে, ধৈর্য্য নিয়ে গ্রুপের ২-৩মাসের পোস্ট দেখুন। উপরের নিয়মগুলো অনুসরন করুন। মনে রাখবেন- কেউ একদিনের পড়াশুনা দিয়ে চাকরি পায় না। প্রস্তুতি দ্রুত বেগে নিতে থাকুন উপরের নিয়ম অনুসরন করে। বাকিসব সময়ের সাথে জেনে যাবেন। কিংবা না জানলেও সমস্যা নাই। ছোটখাটো জিঘাংসা মনে চেপে রাখুন, সময়ের সাথে জেনে যাবেন।

করণীয়

কঠিন পরিশ্রমের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রমে সফলতা বেশি আসে। কেউ দৈনিক ১০-১২ঘন্টা পড়াশুনা করেও জব পায় না। কেউ প্রাইভেট জব, ভার্সিটি ও পরিবারকে সময় দিয়েও জব পেয়ে যাচ্ছে। কারণঃ

১) চাকরির কোন সিলেবাস নেই, নির্দিষ্ট টেক্সটবুক নেই। ইহা একটি সমূদ্রের ন্যায়, যেখানে প্রস্তুতির প্রথম দিকে আপনি একজন দিকহারা নাবিক। তাই প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে কি কি পড়া উচিত।
২) বই, গাইড ও শীট হচ্ছে সহায়ক ম্যাটেরিয়াল। সব বইয়ের সব টপিক পড়ে কোন লাভ নাই। তাই অজস্র বই না পড়ে কি কি টপিক পড়তে হবে, জেনে নিন।
৩) সময়ের সাথে সিলেবাস চেঞ্জ হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রভেদে (বুয়েট, মিস্ট, আইবিএ, ব্যাংক, পিএসসি ইত্যাদি) এবং কোম্পানীভেদে প্রশ্নের ধরন, বিষয়, টপিক এবং মানবণ্টন পরিবর্তন হয়। যা পড়াশুনার জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ কি পড়বেন, কি আসবে; এটা ভেবেই হাবুডুবু খায় সবাই।

করণীয়-

১) বিগত সালের প্রশ্ন নিয়ে স্টাডি করুন ৬-৭দিন। কোন কোন সাবজেক্ট থেকে প্রশ্ন আসে খাতায় লিখুন। কলেজ-ভার্সিটিতে অনেক সাবজেক্ট পড়েছেন, সব সাবজেক্টগুলো পড়ার প্রয়োজন নেই। কলেজ-ভার্সিটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট থেকে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না। কোন সাবজেক্টের কি কি টপিক থেকে প্রশ্ন আসে, লিস্ট করুন এবং লিখে রাখুন। তারপর একটি সাবজেক্ট ধরে, ওই সাবজেক্টের সব টপিক শেষ করুন। বিভিন্ন বই ও গাইড নোট করুন। নোট করার সময় না থাকলে কোন বই থেকে কি টপিক, থিউরি, ম্যাথ পড়েছেন ডায়েরীতে লিখে রাখুন অথবা মার্কার পেন দিয়ে কালার করে রাখুন। পরীক্ষার আগে রিভাইজ দেয়া সহজ হবে। নচেৎ কয়েকদিন পরে কোথা থেকে কি পড়েছেন, ভুলে যাবেন। ডায়েরীতে সাবজেক্টভিত্তিক কি কি গাইড, বই এবং শিট পড়েছেন; লিখে রাখুন।

২) কোন প্রতিষ্ঠান (বুয়েট, মিস্ট, রুয়েট ইত্যাদি) পরীক্ষা নিলে কেমন প্রশ্ন করে, ভালভাবে স্টাডি করুন। কমন টপিক ছাড়াও কোন পরীক্ষার কেন্দ্রে নিয়মিত আসা ব্যতিক্রম টপিকগুলো নোট করুন।

৩) মাঝে মাঝে কোম্পানীর চাহিদা অনুযায়ী প্রশ্ন হয়, একই ক্যাম্পাসে কয়েকটি কোম্পানীর প্রশ্নে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন থাকলে নোট করুন।

৪) প্রতিটি সাবজেক্টের জন্য ওভারল প্রস্তুতি নির্ধারণ করুন কয়েকটি স্টেপে-

ক) বিগত সালের প্রশ্ন দেখে চ্যাপ্টার, টপিক ও ম্যাথগুলো বাছাই করুন।

খ) বাছাই করা টপিকগুলো নোট করুন অথবা কোন বই থেকে কি কি পড়েছেন ডায়েরীতে লিখে রাখুন অথবা মার্ক করে রাখুন।

গ) সবশেষে পরীক্ষার কেন্দ্রভেদে আলাদা সিলেবাস লিখে রাখুন। প্যাটার্ন আমাদের গ্রুপেও পাবেন। সেই অনুযায়ী পরীক্ষার পূর্বে কয়েকদিন রিভাইজ নিন।

৫) একটি সাবজেক্ট শেষ হলে, নতুন সাবজেক্ট শুরু করুন। তবে উক্ত সাবজেক্টের কোন টপিক, ম্যাথ কিংবা সূত্রে সমস্যা থাকলে, সাবজেক্ট শেষ করার পরে কারো নিকট হতে সমাধান করে নিন। ফেসবুক, মোবাইল, অফলাইন যোগাযোগ করে সমাধান করে নিন। সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকবেন না। সমস্যা নোট করে রাখুন, একটি সাবজেক্টের সব সমস্যা নিয়ে ১/২দিন কারো নিকট গিয়ে সলভ করে নিন। কিন্তু পড়া গুছাতে থাকুন। একটি সাবজেক্ট শেষ হলে, তারপরে সব সমস্যা একসাথে বুঝে নিন কারো নিকট হতে।

৬) সম্পূর্ণ সিলেবাস নিজের আয়ত্ত্বে নিয়ে আসুন। বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো পড়াশুনা করবেন না। গুছানোভাবে পড়ুন। টেনশান ফ্রি থাকুন। সম্পূর্ণ সিলেবাস ১৫-২০দিনে রিভাইজ দিতে পারার মত করে গুছিয়ে নিন।

৭) গোছানো শেষ হলে সম্পূর্ণ সিলেবাস পড়তে ৩০-৪০দিনের বেশি লাগবে না।

৮) পরীক্ষার পূর্বে ১৫-২০দিন ওই কোম্পানীর প্রশ্ন এবং পরীক্ষার কেন্দ্রের আলোকে প্রস্তুতি নিন।

৯) কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেছেন, লিস্ট করে রাখুন। পরীক্ষা শেষ হলে টিক দিয়ে রাখুন। মোবাইলে বা পিসিতে ফোল্ডার করে সিরিয়ালি সব এডমিট ও এপ্লিকেন্ট কপি সেভ রাখুন। প্রিলি, রিটেন ও ভাইভা নামে আলাদা ফোল্ডারে পরীক্ষার নোটিশ, এপ্লিকেন্ট কপি এবং এডমিট কার্ড সেভ করে রাখুন। যেন প্রয়োজনের সময় সহজে খুজে পেতে পারেন। শিক্ষাজীবনের যাবতীয় মার্কশিট ও সনদপত্র একটি ফাইলে সফট কপি রাখুন।

১০) যাদের কারণে এবং যেসব কারনে পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটে, তাদের থেকে দূরে থাকুন। অতিগুরুত্বপূর্ন ব্যতিত কোন কাজে জড়াবেন না।

১১) নিজের দৈনন্দিন রুটিন করুন আপনার পড়াশুনা সহায়ক করে। জব, পারিবারিক কাজ ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততা থাকবেই; সেই আলোকে পড়াশুনার টাইম বাহির করুন। ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দিয়ে পড়া লাগে না। ঠিকভাবে টেনশান ফ্রি হয়ে দৈনিক ২-৩ঘন্টা পড়লেই হয়, যদি সব পড়া গোছানো থাকে।

প্রাইভেট জব পেতে করনীয়

১) প্রথমেই একটি Well Decorated কিন্তু সংক্ষিপ্ত CV বানিয়ে নিন। সিভিতে ছাত্রজীবনের সকল অর্জন, পুরস্কার তুলে ধরুন। সাথে যে সকল সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রফেশনাল প্রশিক্ষন ও ক্লাবের সাথে আপনি যুক্ত ছিলেন; সব উল্লেখ করুন।

২) বড় কোম্পানীগুলো পত্রিকায় এবং নিজেদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লোক নিয়োগ দেয়। সিভি পাঠালে ভাইভা অথবা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে চুড়ান্ত নিয়োগ দিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সার্কুলার আমাদের School of Engineers গ্রুপে পাবেন। অথবা বড় কোম্পানী গুলোর লিস্ট করে রাখুন, মাঝে মাঝে তাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন।

৩) ছোট কোম্পানীগুলো নিজেদের স্টাফদের মাধ্যমে স্টাফদের পরিচিতজন থেকে নিয়োগ দেয়। তাই সিনিয়রদের সাথে যোগাযোগ রাখুন, তাদের বলে রাখুন কোম্পানীতে লোক প্রয়োজন হলে যেন আপনাকে জানায়। প্রয়োজনে বড়ভাইদের নাম, নাম্বার, কোম্পানীর নাম দিয়ে একটা লিস্ট করে যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন। তবে যেকোন প্রকার প্রতারণা থেকে সাবধান থাকবেন। কাউকে অতিরিক্ত বিরক্ত করবেন না। যত বেশি মানুষের সাথে আপনার পরিচয় থাকবে, জব দ্রুত পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, স্কাউট, ব্লাডগ্রুপের সাথে যুক্ত থাকুন। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন প্রোগ্রামে কাজ করুন। সবার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

৪) মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী নিজেদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেয় অথবা LinkedIn আইডিতে দেয়। তাই তাদের নামের লিস্ট করে মাঝে মাঝে ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন। লিংকডইন আইডি খুলে সব কোম্পানীকে ফলো করে রাখুন।

৫) bdjobs, jobsa1 এর মত জব পোর্টালগুলোতে নিজের আইডি খুলুন। অনেক জবের নোটিশ দেখবেন, এপ্লাই করতে থাকুন। সিভি পছন্দ হলে কোম্পানী আপনাকে কল করবে। জব-পোর্টালগুলোর এন্ড্রোয়েড এপস আছে। ইন্সটল করে নিন।

৬) সাপ্তাহিক চাকরির খবর পত্রিকায় চাকরির অনেক বিজ্ঞাপন পাবেন। প্রতি সপ্তাহে পত্রিকাটি কিনে নিন।

পরিশেষে ধৈর্য্যধারন করুন।

School of Engineers কি? কাদের নিয়ে কাজ করে? কিভাবে কাজ করে?

উত্তরঃ School of Engineers বাংলাদেশের তরুন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা, জব, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং স্কলারশিপ নিয়ে কাজ করে। আমাদের প্লাটফর্মে যুক্ত আছে দেশের ৭০হাজার ইঞ্জিনিয়ার। প্রতিবছর আমরা দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে Career Meet Up নামে ক্যারিয়ার সচেতনতামুলক প্রোগ্রাম করে থাকি। যেখানে দেশের বিভিন্ন পেশার বরেণ্য ইঞ্জিনিয়ারগন গাইডলাইন দিয়ে থাকেন। এছাড়াও School of Engineers দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাস টিমের মাধ্যমে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, রোবটিক্স, অটো-ক্যাড, এনিমেশন ক্যাম্প আয়োজন করে। দেশের ৯টি শহরে সরকারী চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি কোচিং পরিচালনা করে School of Engineers টিম; যেখানে ৪০০ শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ ফ্রীতে পড়ানো হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা, বিদেশে জব নিয়েও বড় শহরে সেমিনার করা হয়। টিম মেম্বারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত TOT, Leadership Camp, Meet Up, Excursion-এর আয়োজন করা হয়। অনলাইনে ফেসবুক গ্রুপ, পেজ, ইউটিউব, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশের হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা প্রতিনিয়ত গাইডলাইন দিয়ে যাচ্ছি। School of Engineers একটি ভলেন্টিয়ার সংগঠন, যারা শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কাজ করে। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারগন আমাদের টিমে কাজ করেন। মাত্র দুই বছরে আমরা এখন ৭০হাজার প্রকৌশলীর পরিবার। আমাদের ফেসবুক গ্রুপ, ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে দেশের প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একঝাঁক মেধাবীরা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের পাশে।

Facebook: School of Engineers
Youtube: School of Engineers
Website: www.schoolofengineers.org

Never Stop Dreaming Because We Shape The Dream.

Compiled By

Nazim Sarkar
Founder, School of Engineers